দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... AUG 21 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা বোর্ড॥ আসি যাই বেতন পাই, কাজের জন্য ভাতা চাই!

রেজোয়ানুল হক

দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন পান অফিসে যাবার জন্য, আর অফিসে গিয়ে যেসব কাজ করেন সে জন্য বিভিন্ন ধরনের সম্মানী ও ভাতা নিয়ে থাকেন। এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা নেয়া, সার্টিফিকেট, মার্কশীট ইত্যাদি দেয়া শিক্ষা বোর্ডের প্রধান কাজ হলেও এসব কাজের জন্য, এমনকি পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি বাবদ বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রতিবছর অতিরিক্ত টাকা নেন। ১৯৯০ থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত এই ৬ বছরে এসব খাতে সম্মানী ও ভাতা বাবদ তাঁরা নিয়েছেন প্রায় সাড়ে ১৯ কোটি টাকা। অথচ ওই দু'টো পরীক্ষার সময় নিয়ম মাফিক তাঁরা দু'টো বোনাসও পেয়ে থাকেন। এই

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা বোর্ড

(প্রথম পাতার পর)

সময়ের হিসাব সম্পর্কে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বিশেষ অডিট রিপোর্ট থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। রিপোর্টে এ ধরনের খরচকে গুরুতর আর্থিক বিশৃঙ্খলা হিসাবে চিহ্নিত করে বেআইনীভাবে দেয়া এসব সম্মানী ও ভাতা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে আদায়ের সুপারিশ করা হয়েছে।

এই বিষয়টি বাদেও বিশেষ অডিটে আরও যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় শিক্ষা বোর্ডগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নানা ছলছুতায় সম্মানী ও ভাতার নামে নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে কুমিল্লা বোর্ড সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। '৯৪-৯৫ এবং '৯৫-৯৬ সালে কুমিল্লা বোর্ডে কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পাদন বাবদ বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কম্পিউটার ভাতা বাবদ ১৩ লাখ টাকা গ্রহণ করেন অথচ কম্পিউটার পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডে স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন। আলোচ্য ৬ বছরে পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট ও মার্কশীট প্রদানের জন্য অতিরিক্ত কাজের অজুহাতে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রায় পৌনে ৩ কোটি টাকা সম্মানী নেয়ার পরও ওভারটাইম বাবদ আরও ৭ লাখ টাকা নিয়েছেন অথচ বোর্ডের বাজেটে ওভারটাইম বাবদ কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না অর্থাৎ তারা ওভারটাইম প্রাপ্য নন। এই সময়ে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বয়ং বিভিন্ন ধরনের ভাতা, সম্মানী ও পারিশ্রমিক বাবদ ৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা নিয়েছেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী এক আর্থিক বছরে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা সম্মানী পেতে পারেন তবে তাও মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে। অডিট রিপোর্টে বলা হয়েছে বিভিন্ন পরীক্ষার সময় সম্মানী ও ভাতা বাবদ বোর্ডগুলো যে অর্থ ব্যয় করেছে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের এই সার্কুলারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বোর্ড কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি'র সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন অনুযায়ী এসব সম্মানী ভাতা দেয়া হয়েছে বলে অডিট দলকে জানায়। কিন্তু অডিট রিপোর্টে এই সাব কমিটিকেই অবৈধ হিসাবে অভিযুক্ত করে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের অধ্যাদেশে এ ধরনের কোন কমিটি গঠনের বিধান না থাকায় তাদের সিদ্ধান্তেরও গ্রহণযোগ্যতা নেই। অডিট থেকে দেখা যায় এই সাব কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম বাবদ ৬ বছরে ব্যয় হয়েছে ১০ লাখ ৬০ হাজার টাকা। এর মধ্যে পলিথিন ব্যাগ কেনা বাবদ ৯৫ হাজার টাকাও রয়েছে। রিপোর্টে সাব-কমিটির কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এ টাকা আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

বোর্ডের কর্মচারীরা বিচিত্র ধরনের আরও যেসব ভাতা নিয়ে থাকেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শিশু শিক্ষা ভাতা, ভ্রমণকালে দৈনিক ভাতার পাশাপাশি অবস্থান ভাতা, তদারকি ভাতা ইত্যাদি। অডিট রিপোর্টে এসব ব্যয়কেও বেআইনী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এগিয়ে রয়েছেন। তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ বাবদ প্রতি সন্তানের জন্য ৩২০০ টাকা হারে শিক্ষা ভাতা নিয়েছেন। এ ছাড়া একই অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পারিশ্রমিক ও সম্মানী ভাতা হিসাবে তাদেরকে দেয়া হয়েছে- যার পরিমাণ প্রায় ৮৪ লাখ টাকা। বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অতিরিক্ত কাজের পুরস্কার হিসাবে এই পরিমাণ টাকা দেয়া হয়েছে। অথচ আলোচ্য ৬ বছরে ওভারটাইম বাবদও ব্যয় হয়েছে ৪৯ লাখ টাকা। অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক বাবদ এত বিপুল পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও বোর্ডের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কিত ব্যাংক পাস বই ও ক্যাশ বই-এর হিসাবে টাকার গরমিল সম্পর্কে বোর্ড যুক্তি দেখিয়েছে, হিসাব ও আয় শাখায় কর্মচারীদের সংখ্যা কাজের তুলনায় কম বলে যথাসময়ে এসব হিসাব তৈরি করা সম্ভব হয়নি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বোর্ডের হিসাবে টাকার গরমিলের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা।

শিক্ষা বোর্ডগুলো সম্পর্কে এই বিশেষ অডিটেপ্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদফতরের মহাপরিচালক রিপোর্টে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের সাথে সাথে বহুস্তর পরিসরে কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারী আদেশ ও আর্থিক বিধিবিধান নিয়মিত অনুসরণ না করায় এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হচ্ছে।